আকবর : রাজ্যবিস্তার ও তার প্রকৃতি :

সিংহাসনে আরোহণের আগে থেকেই আকবর যুদ্ধক্ষেত্রে নেমেছেন এবং মৃত্যুর কিছুদিন আগে পর্যন্ত নিরন্তর যুদ্ধ - বিগ্রহে লিপ্ত থেকেছেন । যে সময়ে এবং পরিস্থিতিতে আকবর সিংহাসনে বসেছিলেন , তাতে নিরন্তর যুদ্ধ দ্বারা সাম্রাজ্যের পরিধি বিস্তার এবং শত্রুদের ক্ষমতা খর্ব করা ব্যতীত নিজের অস্তিত্ব টিকিয়ে রাখা সম্ভব ছিল না । আবুল ফজল ' আকবরনামা ' গ্রন্থে আকবরের সাম্রাজ্যবাদী অভিপ্সা সম্পর্কে লিখেছেন : " তার (আকবরের) দীর্ঘদিনের ইচ্ছা ছিল প্রয়াগে একটি নগরী নির্মাণ করা । এই নগরীর ভিত্তি স্থাপিত হবার পর তার বাসনা হল নদীপথে পূর্ব ভারতে অগ্রসর হয়ে বিদ্রোহী শক্তিগুলির বিন্যাস ঘটানোর । পূর্বে শান্তি স্থাপন সম্ভব হলে তার লক্ষ্য হবে দাক্ষিণাত্যে অগ্রসর হয়ে সেখানে মুঘল - কর্তৃত্ব স্থাপন করা , যা প্রতিটি ন্যায়পরায়ণ ও যথার্থ শাসকের লক্ষ্য হওয়া স্বাভাবিক । অনুগত মিত্রগোষ্ঠী তৈরি করে সমগ্র ভারতবর্ষকে সুখী , সমৃদ্ধ ও সুসংস্কৃত করা সম্ভব হলে শাহনশা তুরানে উপস্থিত হয়ে তার পূর্বপুরুষদের রাজ্য পুনর্দখল করবেন । " অর্থাৎ আবুল ফজল মনে করতেন যে , একজন সমদর্শী শাসক হিসেবে আকবরের লক্ষ্য ছিল সমগ্র ভারতবর্ষকে নিজ শাসনাধীনে আনার পর তার শাসনকর্তৃত্বকে ভারত সীমান্তের ওপারে , প্রধানত নিজের পূর্বপুরুষদের ভূমির ওপর সম্প্রসারিত করা । তবে আর.পি.ত্রিপাঠী প্রমুখ আধুনিক পণ্ডিতেরা আকবরের সাম্রাজ্যিক লক্ষ্য সম্পর্কে আবুল ফজলের ব্যাখ্যার সন্দেহ প্রকাশ করেছেন । অধ্যাপক সতীশচন্দ্র লিখেছেন : " বাস্তবায়িত করার আন্তরিক উদ্যোগ ছাড়া কোন রাজনৈতিক ব্যক্তি র্কতৃক নিজ রাজনীতির প্রকাশ্য ঘাোষণাকে তার প্রকৃত শতির (real policy) পূর্বাভাষ বলা চলে না "। আকবর পিতৃভূমি দখলের বাসনা প্রকাশ করলেও , তাকে রূপায়িত করার কোন চেষ্টা করেননি । তার নীতি ও কর্মসূচী আবর্তিত হয়েছিল ভারতভূমিকে কেন্দ্র করেই । এই প্রসঙ্গে সম্রাটের নিজ অভিমত বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ । আকবর রাজার কর্তব্য প্রসঙ্গে বলেছেনঃ " রাজার উচিত সর্বদা রাজ্যজয়ে উদ্যোগী হওয়া , অন্যথায় প্রতিবেশী দেশগুলি দ্বারা আক্রান্ত হবে । সৈন্যদের সদা যুদ্ধে ব্যস্ত রাখা দরকার , নতুবা তারা আত্মসুখী হয়ে পড়বে "। (....a monarch should always be intent on conquests , otherwise his neighbours rise in arms against him . The army should always be exercised in warfare lest from want of training they became self - indulgent . ') । বস্তুত , তার সমগ্র রাজনৈতিক জীবন জুড়ে আকবর এই তত্ত্ব অনুসরণ করে গেছেন । উত্তর ও দক্ষিণ ভারতের মধ্যে যোগসূত্র স্থাপন করে বৃহৎ ভারত - সাম্রাজ্য গঠনের লক্ষ্যে আকবর ও তার বিজয়বাহিনী অতিক্রম করেছে । নিত্যনতুন ভূখণ্ড ।

পানিপথের দ্বিতীয় যুদ্ধকে আকবরের সাম্রাজ্য স্থাপন এবং বিস্তারের প্রথম যুদ্ধ বলা যেতে পারে। কারণ যুদ্ধের আগে দিল্লী - আগ্রাতে মুঘলের কর্তৃত্ব ছিল না । পাঞ্জাবে কিছুটা অংশে পা রেখে আকবর প্রথমে দিল্লী ও আগ্রা পুনরুদ্ধার করেন । তারপর শুরু হয় তার সাম্রাজ্য গঠনের পালা প্রথমে তিনি বৈরাম খাঁর নেতৃত্বে ও তত্ত্বাবধানে খুব সহজেই

আজমীর , গোয়ালিয়র , লক্ষ্ণৌ এবং জৌনপুর প্রভৃতি অঞ্চল থেকে আফগানদের বিতাড়িত করে সেগুলিকে মুঘল নিয়ন্ত্রণে নিয়ে আসেন । ১৫৬১ খ্রীষ্টাব্দে আদম খান , পীর মহম্মদের নেতৃত্বে মুঘলবাহিনী মালব জয় করে । কিন্তু পীর মহম্মদের দুর্বল শাসনব্যবস্থার সুযোগে রাজবাহাদুর মালব পুনরুদ্ধার করতে সক্ষম হন । অতঃপর আবদুল্লা খান উজবেগের নেতৃত্বে মুঘল - বাহিনী পুনরায় মালব আক্রমণ করে ও তা দখল করে (১৫৬৪ খ্রীঃ) । এরপর আকবর মধ্য - ভারতে গণ্ডোয়ানা রাজ্য দখলে প্রবৃত্ত হন । গণ্ডোয়ানার নাবালক রাজা বীর নারায়ণের অভিভাবক হিসেবে সেখানে রাজত্ব পরিচালনা করছিলেন রাজমাতা রানী দুর্গাবতী । বীর , সাহসী , সংস্কৃতিমনা ও দেশপ্রেমিকা হিসেবে রানী দুর্গাবতীর যথেষ্ট খ্যাতি ছিল । মুঘলের সাথে তার কোন বিরোধও ছিল না । তথাপি গণ্ডোয়ানার অর্থ - সম্পদের লাভে মুঘল - বাহিনী এই রাজ্য আক্রমণ ও দখল করে (১৫৬৪ খ্রীঃ) । রানী দুর্গাবতী আত্মহত্যা করেন এবং বালক বীরনারায়ণ যুদ্ধক্ষেত্রে প্রাণ বিসর্জন দেন । নিছক অর্থলিপ্সা এবং নগ্ন সাম্রাজ্যবাদের দৃষ্টান্ত হিসেবে আকবর কর্তৃক গণ্ডোয়ানা বিজয় (রাজধানী গড়কাতাঙ্গা) ইতিহাসে চিহ্নিত হয়ে আছে ।

কিন্তু ফন নোয়ার (Von Noer) নামক গবেষক মন্তব করে বলেন- " রাজ্য জয়ের নেশা আকবরকে যুদ্ধে প্রবৃত্ত করে নি "। তিনি ভারতের রাজনৈতিক ঐক্য ও সংহতি স্থাপন এবং পৈত্রিক রাজ্য পুনরুদ্ধারের জন্য যুদ্ধ - বিগ্রহ করেন । আকবরের সভাপণ্ডিত এবং প্রখ্যাত ঐতিহাসিক আবুল ফজল মনে করতেন যে , " স্বৈরাচারী রাজাদের স্বার্থপর , অনিয়ন্ত্রিত স্বৈরাচারে জর্জরিত জনসাধারণকে শান্তি ও সমৃদ্ধিদানের জন্য আকবর রাজ্য জয় নীতি অনুসরণ করেন । " ঐতিহাসিক স্মিথের মতে , আকবর ছিলেন একজন ঘোরতর সাম্রাজ্যবাদী এবং তার বিজয় অভিযানের মূল চালিকাশক্তি ছিল উচ্চাশা । আবুল ফজলের অভিমতের বিরোধিতা করে তিনি মন্তব্য করেছেন যে , কোন প্রকার নৈতিকতা বা বিজিত রাজ্যগুলিতে শান্তি ও সমৃদ্ধি আনয়ন বা জনগণের উন্নতি বিধান নয় — সাম্রাজ্য বিস্তারের আকাঙ্খা এবং ক্ষমতা ও সম্পদের লালসাই ছিল তার রাজ্য জয়ের মূল উদ্দেশ্য । আকবরের রাজ্য জয় নীতির পশ্চাতে শুধুমাত্র ভারতের রাজনৈতিক ঐক্য স্থাপনের আগ্রহ এবং সুশাসন প্রতিষ্ঠার লক্ষ্য কাজ করেছিল একথা মনে করা যায় না । তিনি তৈমুর বংশের ধারা অনুসারে রাজ্য জয় নীতিকেই প্রধানত তার কর্তব্য কাজ বলে মনে করতেন। তিনি ছিলেন সুদক্ষ সেনাপতি , কূটনীতিবিদ ও রণপণ্ডিত । সুতরাং প্রতিবেশী রাজ্যগুলিকে তিনি একের পর এক গ্রাস করার নীতি নেন । এর পশ্চাতে তাঁর উচ্চাকাঙ্খ ও সাম্রাজ্যবাদী মনোভাবই কাজ করেছিল । ভারতের তৎকালীন পরিস্থিতিতে আকবরের মত এক প্রতিভাশালী সম্রাটের পক্ষে এই নীতি গ্রহণ করা ছাড়া আর কোন পথ খোলা ছিল । সুতরাং প্রতিবেশী রাজ্য জয় ছিল Manifest destiny বা অবধারিত নিয়তি । এই দিক থেকে বিভারিজের মন্তব্য যথার্থ বলা যায়।

তবে রাজ্য জয়ের জন্যই আকবর রাজ্য জয় করেন নি । তাঁর সাম্রাজ্যবাদী নীতির নানা উল্লেখযোগ্য দিক ছিল । ড . এ . এল শ্রীবাস্তবের মতে , তাঁর রাজত্বকালের দ্বিতীয় ভাগে

আকবর মানবতাবাদী , জাতীয় নীতি গ্রহণ করে বহু সংস্কার প্রবর্তন করেন । এর ফলে তিনি জাতীয় সম্রাটে পরিণত হন ।

প্রথমত , আকবর কোন কোন অঞ্চলে প্রত্যক্ষ শাসন স্থাপন করলেও রাজপুতানায় , রাজপুত রাজাদের বশ্যতার বিনিময়ে স্বায়ত্ব - শাসন দেন ।

দ্বিতীয়ত , আকবর বিজিত অঞ্চলে তার উন্নত শাসন , বিচার - ব্যবস্থা ও আইন - শৃঙ্খলা স্থাপন করেন । অতীতে যে অরাজকতা ছিল তা তিনি দমন করেন ।

তৃতীয়ত , সাম্রাজ্যে সর্বত্র একই প্রকার আইন ও প্রশাসন চালু হয় । রাস্তাঘাটের উন্নতির ফলে যোগাযোগ ও অন্তর্বাণিজ্য বাড়ে ।

চতুর্থত , আকবর তাঁর ধর্মসহিষ্ণুতা বা সুলহ - ই - কুল ' নীতি দ্বারা বিভিন্ন সম্প্রদায়ের মধ্যে সাম্য ও সম্প্রীতি স্থাপন করেন । তিনি হিন্দু রাজপুতদের উচ্চতম পদে নিয়োগ করে তাঁর সমদর্শিতার দৃষ্টান্ত রাখেন । বহু হিন্দু ফার্সী শিক্ষা করে মোগল সরকারে চাকুরি পায় ।

পঞ্চমত , আকবর ভারতীয় সংস্কৃতির বিশেষ অনুরাগী ছিলেন । হাভেলের (Havell) মতে , " আকবর ছিলেন ভারতীয়ের ভারতীয় " (Indian of Indians) । তিনি উর্দু ভাষা , সাহিত্য , হিন্দুস্থানী সঙ্গীত , চিত্রকলা ও ইন্দো - পারসিক স্থাপত্যের অনুরাগী ছিলেন । তাঁর প্রচেষ্টায় ভারতীয় সংস্কৃতির সমন্বয়বাদী চরিত্র বিশেষভাবে বিকশিত হয় ।

উপরাে◌ক্ত কারণে আকবরের সাম্রাজ্যবাদকে নগ্ন রাজ্য বিস্তার বলা চলে না । আসলে আকবর 'রক্ত ও লৌহ ' (Blood and Iron) নীতির দ্বারা রাজ্য বিস্তার করলেও উদার , জাতীয় নীতি , প্রশাসনিক সংস্কার , সাংস্কৃতিক প্রচেষ্টার দ্বারা তাঁর সাম্রাজ্যে এক নবযুগের সৃষ্টি করেন । ভারতবর্ষে আকবরের বিজয় অভিযানগুলি বিশ্লেষণ করলে দেখা যায় যে , তিনি সাম্রাজ্য গঠনের মাধ্যমে কতকগুলি আদর্শকে রূপ দিতে চেয়েছিলেন ; যেমন — পরস্পর বিবদমান রাজ্যগুলিকে জয় করে বিশাল সাম্রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত করে শান্তি ও শৃঙ্খলা প্রতিষ্ঠা , সাম্রাজ্যের সর্বত্র সুপরিকল্পিত শাসনব্যবস্থা সমভাবে প্রবর্তন , ধর্মীয় সহনশীলতার ভিত্তিতে বিভিন্ন সম্প্রদায়ের মধ্যে সাংস্কৃতিক সমন্বয় প্রভৃতি । একজন নগ্ন ও অন্ধ সাম্রাজ্যবাদী হিসেবে আকবরকে চিত্রায়িত করা চলে না ।

সম্ভাব্য প্রশ্ন:--

1) সাম্রাজ্যবাদের প্রকৃতি নির্ণয় বলতে কী বোঝো।

2) সাম্রাজ্য বিস্তার প্রসঙ্গে আকবরের বক্তব্য কী ছিল ?
3) আকবর কি কারনে রাজ্যবিস্তারে মন দেন ?
4) আকবর কে কেন 'জাতীয় সম্রাট' বলে আখ্যায়িত করা হয় ?
5) আকবরের সাম্রাজ্যবাদকে কি 'নগ্ন সাম্রাজ্যবাদী' বলা যায় ?